



OFFICE OF THE PRINCIPAL
LALIT CHANDRA BHARALI COLLEGE

Maligaon : Guwahati-781 011 : Assam (INDIA)

☎ : 0361-2950040 (O)

Website : www.lbccollege.co.in :: E-mail : lbccollege.csc@gmail.com

Supporting Documents

Criterion 3 Metric No 3.2.1

SRENSHOT OF THE PAPERS IN OFF LINE JOURNAL

1. Name of the Author : Dr. Surjasen Deb (Bengali Department)

Journal Name : Anwasha

Title of the paper : “Burhiaair Sadhu”.

Year of Publication : 2017.



অন্বেষা

বাংলা বিজ্ঞানীয় সাংস্কৃতিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
২২শে জানুয়ারি, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
প্রিয়তম নাথ



বাংলা বিকাশ
শ্রীকৃষ্ণনাথ সারদা কলেজ, হাইলাকাপিনী
ডুবান

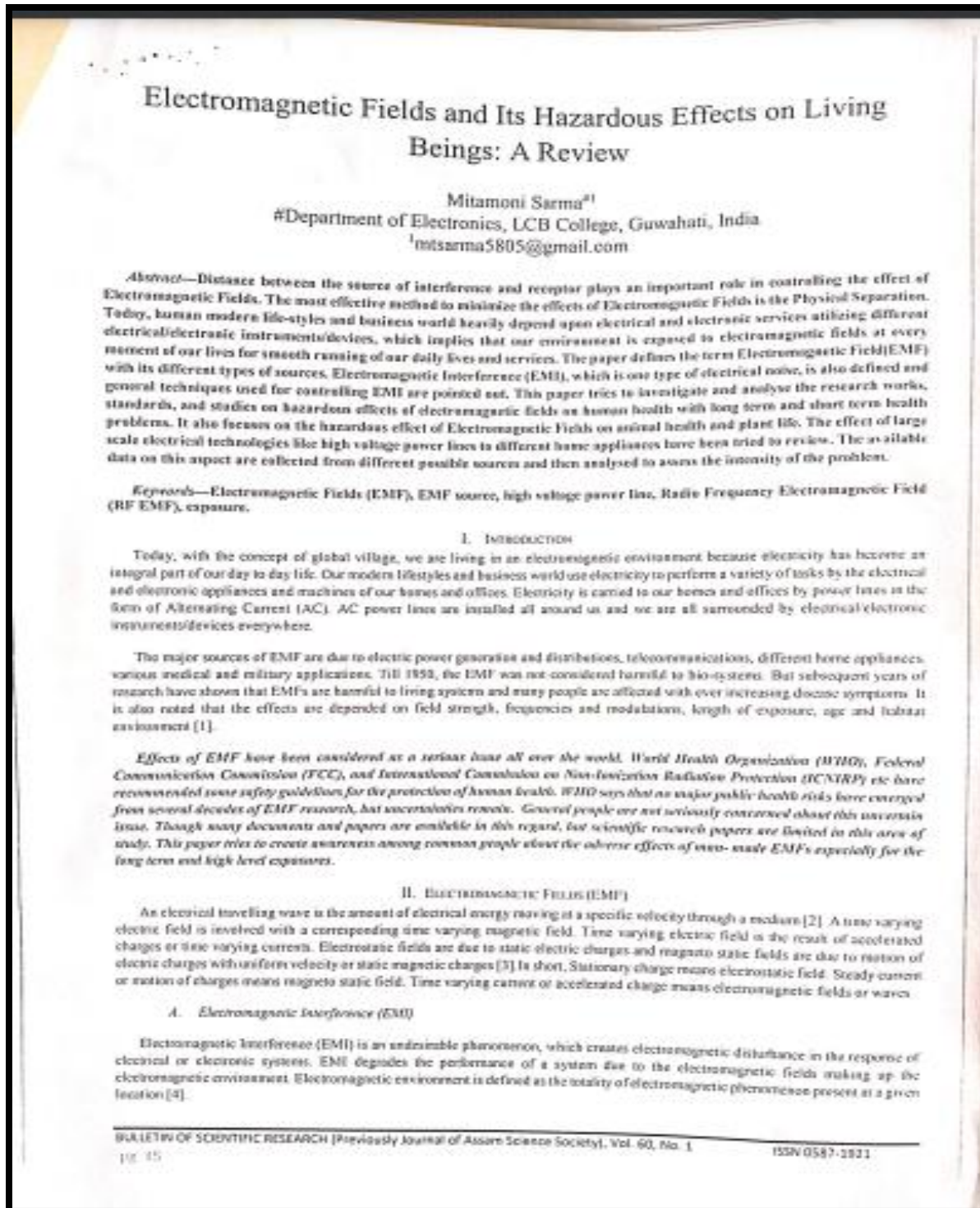
বুড়ী আইর সাধু: রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতিবিদ্যার আলোকে সুর্ষসেন দেব

বর্তমান রূপতত্ত্বশীল এই বিশ্বে লোকসংস্কৃতি অধুনা সংগ্রহ, সংকলন, আর রবর্নাতে হারাতে সীমাবদ্ধ নেই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের বিচার বিশ্লেষণ হাতে উঠেছে অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, লোকসংস্কৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে নৃত্য, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ভাষাবিজ্ঞানের মত লোকসংস্কৃতিচর্চা এখন লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান হিসেবেই পরিচিত। উল্লেখ্য “বৌদ্ধিক দক্ষতা প্রয়োগ করে লোকসংস্কৃতির বিশ্লেষণই হল ফোকলোরিস্টিকস।”^১ লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশ্লেষণে তত্ত্ব, পদ্ধতি এবং পদ্ধতিবিদ্যা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তত্ত্ব বলতে আমরা বুঝি-“পারস্পরিক বৌদ্ধিক সম্পর্কিত বাহ্যিক সমূহের সংগঠন, যা কোন বিষয়কে বা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়। কোন দ্বিধা বা তত্ত্ব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে, সাধারণসূত্র তুলে ধরে।”^২ মেথড বা পদ্ধতি হল “কোন বিষয়ের পঠন পঠন চিন্তন বা উপস্থাপনার সেই বিশেষ বস্তু যার মধ্যে সুনির্দিষ্ট প্রকরণী, পৃষ্ঠপত্র ক্রমাগত, সুগঠিত বিন্যাস এবং সংযোজকতা আছে। মেথড হল সেই শৃঙ্খল যার ঘনানির্দিষ্ট প্রয়োগে কোন বিষয়ের চিন্তন বোধাধ্বনন বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনাকে বৈজ্ঞানিক মাত্রা দান করে।”^৩ অতঃপর পদ্ধতিবিদ্যা হল “পদ্ধতি সম্বন্ধীত বিজ্ঞান বা পদ্ধতিবিজ্ঞান। সাধারণভাবে পদ্ধতি বলতে কোন বিষয়কে করার, যে সব ক্রীতি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তার প্রয়োগ কৌশলকে বোঝায়, অথবা পদ্ধতি প্রয়োগের বৌদ্ধিক ভিত্তিকে বোঝায়।”^৪ লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানসম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও পদ্ধতিবিদ্যার জন্ম হয়েছে। একেতে প্রাচীনকালীয় হলেন জার্মানের গ্রীম জাকুভ-কেসার লুডউইগ কার্ল গ্রীম (১৭৮৫-১৮৬৩) এবং উইলেলম কার্ল গ্রীম (১৭৮৫-১৮৫৯) তারা তাদের জন্মস্থান প্রুসিয়ার Hansu এবং Hese অঞ্চলের কৃষকদের কাছ থেকে অনেক লোককথা সংগ্রহ করেন এবং childrens and Household Tales (জার্মান নাম kinder Und Housmarchen) নামে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮২২ সালে প্রথম ইংপে-ইয়োরোপীয় তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। এরপর ক্রমে উইলহেম গ্রীমের অগ্রাংশ- পুরাণতত্ত্ব, ম্যাক্স মুলারের পৌর পুরাণতত্ত্ব, থিয়ডোর বেনফের ভাষাতাত্ত্বিক উদ্ভব তত্ত্ব এবং আর্নল্ড ল্যাং-এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের আবির্ভাব হয়।

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত এই তত্ত্বতাবনাচলোর জন্ম হয়েছে প্রধানত বৌদ্ধিক সাহিত্য বিশেষ করে লোককথা, মিথ ইত্যাদি অবলম্বন করে। এই তত্ত্বতাবনাচলিই পরবর্তীকালে আরও অন্যান্য তত্ত্বতাবনা ও পদ্ধতিবিদ্যার আবির্ভাবের পথ সুগম করেছে। যার ফলে লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানসম্বন্ধে বিশ্লেষণ আরও সুশৃঙ্খল হয়েছে। নতুন নতুন তত্ত্ব ও পদ্ধতিবিদ্যার আবির্ভাবের ফলে পূর্বপ্রচলিত তত্ত্বতাবনাচলো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। বর্তমান কালে লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানসম্বন্ধে

শ্রীকৃষ্ণনাথ সারদা কলেজ, হাইলাকাপিনী। ১০৫

3. Name of the Author : Dr. Mitamoni Sarma (Electronics Department)
Journal Name : Bulletin of Scientific Research
Title of the paper : Electromagnetic Fields and its Hazardous Effect on Living Beings: A Review”
Year of Publication: 2019.




4. Name of the Author : Dr. Ratneswar Mili (Assamese Department)

Journal Name : Dogo Rangsang

Title of the paper : Mising Sakalar Daro Midang Bibah Pratha: Aitihya-Paramparu Paribartan

Year of Publication: July - 2021.

Dogo Rangsang Research Journal
(A Bilingual Research Journal
Indexed in UGC-CARE List)



ISSN : 2347-7180
Vol. VIII, Issue XIV, July, 2021

মিচিংসকলৰ দাঃৰ মিদাং বিবাহ প্ৰথা :
ঐতিহ্য-পৰম্পৰা আৰু পৰিবৰ্তন

□ ড° মৃগালী কাপুয়ু
সহকাৰী অধ্যাপিকা, অসমীয়া বিভাগ, মনমাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়, কিতাবন
ই-মেইল : mrinalikagyung@gmail.com

□ ড° বত্ৰেশ্বৰ মিলি
সহকাৰী অধ্যাপক, অসমীয়া বিভাগ, ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী মহাবিদ্যালয়, কামৰূপ
ই-মেইল : ratneswarmili@gmail.com

সংক্ষিপ্তসূচনা : অসম আৰু অৰুণাচলত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীৰে নিজস্ব বীতি-নীতি, আচাৰ-অনুষ্ঠান আছে। এই বৈচিত্ৰময় কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰে ভৰা দুয়োখন ৰাজ্যত বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত মিচিংসকল অন্যতম। তেওঁলোক স্বকীয় চিন্তাধাৰা আৰু গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে সমাজ পৰিচালিত এক শান্তি প্ৰিয় জনজাতিকৰূপে পৰিচিত। আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্পন্ন বিবাহ পদ্ধতিক মিচিং ভাষাত দাঃৰ মিদাং বুলি কোৱা হয়। তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত এই দাঃৰ মিদাংৰ লগত জড়িত আচাৰ-অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে গবেষণাধৰ্মী অধ্যয়ন হোৱা নাই। এই অধ্যয়নে দুয়োখন ৰাজ্যত বসবাস কৰা মিচিংসকলৰ দাঃৰ মিদাংৰ লগত জড়িত আচাৰ-অনুষ্ঠানৰ পৰম্পৰা আৰু উদ্ভাৱনৰ দিশত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে এক স্পষ্ট ধাৰণা দিব পাৰিব। কেৱল অধ্যয়ন আৰু বিভিন্ন গ্ৰন্থৰপৰা তথ্য আহৰণ কৰা হৈছে।

বীজ শব্দ : দাঃৰ মিদাং, গাম, মিদাং নিঃতম, আচাৰ-অনুষ্ঠান, এংগে-গাছৰ, বিয়ে।

০.০১ মিচিংসকলৰ স্থাধানৰ পৰিচয় :

অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীৰে নিজস্ব বীতি-নীতি, উৎসৱ-পাৰ্বণ, আচাৰ-অনুষ্ঠান, খেলা-পুলা, বিশ্বাস, ধৰ্ম, ক্ৰীড়া আছে। এই বৈচিত্ৰময় কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰে ভৰা দুয়োখন ৰাজ্যত বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত মিচিংসকল অন্যতম। নদীৰ কাষত নিজা শৈলীৰে চাংঘৰ সাজি বাস কৰা মিচিংসকলৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ-পাৰ্বণ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি আছে। তেওঁলোক স্বকীয় চিন্তাধাৰা আৰু গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে সমাজ পৰিচালিত এক শান্তি প্ৰিয় জনজাতিকৰূপে পৰিচিত। তেওঁলোক কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল।

মিচিংসকল কেইবাটাও খেল বা ফৈদত বিভক্ত। বিভিন্ন গৱেষক, গবেষণাধৰ্মী গ্ৰন্থ আৰু আমাৰ কেৱল অধ্যয়নৰ আধাৰত মিচিংসকলৰ মাজত থকা ফৈদক এঘাৰটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। সেইকেইটা হ'ল— অয়ান, চাংগাং, চামুতৰীয়া, ৱংঝাং, ভামাৰ, দাখুং, বীলু, পাংলু, বংকোৱাল, বিহিয়া আৰু ময়িং। ইয়াৰ মাজত কেইবাটাও উপাধি আছে। গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে এংগেংখন গাঁৱক পৰিচালনা কৰা ব্যক্তিবৰ্গকীক গাঁৱৰ বাইজে নিৰ্বাচন কৰে। তেওঁক

Dogo Rangsang Research Journal, Vol-VIII, Issue-XIV, July, 2021